রাজ্যেও গুড ফ্রাইডের প্রস্তুতি

■ সংবাদ ■ সাহিত্য ■ সাপ্তাহিক

প্রান্তর

ঐতিহ্যের শব্দমালায় আপ্লুনা...

Regd. with RNI : TRIBEN/2006/16929

PRANTAR, Weekly Newspaper, 21st year, Issue 09th, 01st April, 2026, Wednesday, Price : Rs.3/- প্রান্তর সাপ্তাহিক, বর্ষ ২১, সংখ্যা ০৯, ০১ এপ্রিল, ২০২৬, বুধবার, মূল্য: ৩ টাকা

পাহাড় ভোট ঃ তপ্ত পরিস্থিতি, মুখোমুখি মথা-ভাজপা

কমলপুরের লাম্বুছড়ায় দুই পক্ষের হামলায় আহত ১২ পুলিশ ও টিএসআর

আগরতলা।। ক'দিন ধরেই এডিসি ভোট ঘিরে একটু একটু করে অশান্ত হচ্ছে পরিস্থিতি। খোয়াই মহকুমায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার অনুগামীরা আক্রান্ত হয়েছে। কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। অন্যদিকে মন্ত্রী বিকাশের এক বক্তব্যে এডিসির ভোট নিয়ে তৈরি হয়েছে সন্দেহ। মন্ত্রী বিকাশ ঘোষণা করেছেন আনারসে বোতাম টিপলেও ভোট যাবে পদ্মে। এই নিয়ে কমিশনে নালিশ জানিয়েছেন মথার মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা হুমকি দিয়েছেন ইভিএম হ্যাক করে ভোটে জিততে চাইলে গণনা কেন্দ্র থেকে কেউ বেরোতে পারবে না। এই হুমকি আর পরস্পরের হামলার প্রেক্ষিতেই বুধবার মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া অনন্ত দেববর্মার ভোট প্রচার থমকে যায় কমলপুর মহকুমার লাম্বু ছড়াতে। আশারামবাড়ি, হালাহালি নির্বাচনি ক্ষেত্রে বিজেপি বিধায়ক মনোজ কান্তি দেবকে সাথে নিয়ে অনন্ত প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি হামলার মুখে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এগিয়ে আসে পুলিশ ও টি.এস.আর জওয়ান। কিন্তু সেই বাহিনীই উল্টে আক্রান্ত হয় দুষ্কৃতীদের হাতে।এই ঘটনায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা সহ প্রায় ১২ জন পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান আহত হয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে যেখানে পুলিশের উপরই এমন আক্রমণ হয়, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, গোটা এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। প্রশাসন তদন্তের আশ্বাস দিলেও, সাধারণ মানুষের মনে একটাই প্রশ্নএই সহিংসতার শেষ কোথায়? রাজনৈতিক মহল ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল। পাল্টাপাল্টি অভিযোগে পরিস্থিতি আরও ঘোলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলোএই সংঘর্ষে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে গণতন্ত্রের। নির্বাচন মানেই যদি ভয়, রক্তপাত আর সহিংসতা হয়, তবে সেই নির্বাচন কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। বিশ্লেষকদের মতে, পাহাড়ি অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তাপ এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছেশান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, সেই পথ মোটেও সহজ নয়।গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে এখনই কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। না হলে পাহাড়ের এই অশান্তি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। কারন মথা যেমন মাটি ছাড়তে নারাজ তেমনি বিজেপিও এডিসি দখলে মরিয়া। বামেরা অবশ্য এই পরিস্থিতিতে ফায়দা তুলতে যথেষ্টই সক্রিয়।

বাচ্চাটি কাঁদছে! আদর দিন, মোবাইল নয়!

বিশ্ব অটিজম দিবসের ভাবনা

মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে গড়ে তোলা এই সময়ের সবচাইতে বড় কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে বলে 'মানুষ আর এখন মানুষ নেই।' এই আক্ষেপ সমাজের প্রায় সর্বত্র। আশঙ্কায় ভবিষ্যতদ্রষ্টারা। একটি মানবশিশু জন্ম নেওয়ার পর তাকে সঠিক দিশায় বড় করে তোলা অভিভাবকের প্রথম শর্ত। কিন্তু সেই শর্ত পূরণে কোথায় যেন বড় অভাব দেখা দিয়েছে। প্রথম যার উপর দায়িত্ব পড়ে তিনি হলেন মা। তারপর পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। স্কুলও মানুষ গড়ার আদর্শ স্থান। সেখান থেকে প্রতিটি মানুষ নিজেকে সমাজমনস্ক একজন প্রাণী হিসাবে, বলা চলে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর মতো সমাজে দাগ রেখে যাওয়ার উপযুক্ত হিসাবে নির্মাণে সচেষ্ট হয়। তাই মায়ের শিক্ষা ছাড়িয়ে স্কুলশিক্ষাও প্রতিটি ব্যক্তিজীবনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় যখন টান ধরে তখনই দেখা দেয় সমস্যা। আর এই সমস্যা এখন গোটা সমাজটাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে মা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন তিনি কি উপযুক্ত উত্তরাধিকার নির্মাণে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারছেন? সেই প্রশ্নই এখন এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চার বিষয়। পৃথিবীতে যত জাতি রয়েছে, সমাজ রয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবার এবং সমাজগ্রন্থনা এখনও যেকোনও প্রান্তের কৌতূহলী মানুষের কাছে গবেষণার বিষয়। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ আছে যারা আর্থিকভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছেও পরিবার বা সমাজগ্রন্থনায় এখনও নিজেদের উপযুক্ত করতে পারেনি। বরঞ্চ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জীবনধারণের সুখবিলাস সেইসব রাষ্ট্রের সমাজকে গ্রন্থনার মূল ক্ষেত্রটিকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। আত্মস্বার্থসর্বস্বতা, আমিত্ব সেইসব রাষ্ট্রে সমাজগ্রন্থনার শিকড় ধরে টান দিচ্ছে। পরিবারগুলো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে তাসের ঘরের মতো। কিছুদিনের যাপনসুখ মিললেও পরিবার সেখানে সুসংগঠিত নয়। দাম্পত্য সেখানে পদ্মপাতার জলের মতো। গড়ার ক'দিনের মধ্যেই তা টলমল হয়ে পড়ে, সম্পর্ক ভেঙে যায়। কাচের মতো মাটিতে আছড়ে পড়ে, তা আর জোড়া লাগে না। কারণ মূলেই সংকট। সম্পর্ক তৈরি হয় জীবনের প্রথমদিনে সূর্যের আলো দর্শনের মধ্য দিয়ে।

তারও আগে মাতৃগর্ভে মানুষ পৃথিবীকে দেখে মায়ের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। সেই কাহিনি বুঝাতে অভিমন্যুর চিত্রপট ভারতীয় সাহিত্যপাঠের এক অন্যতম অংশ। কাহিনি বলছে- অভিমন্যু যখন মাতৃগর্ভে চক্রব্যূহের মূল মর্ম উপলব্ধি করছিলেন তখনই মা'র চোখ বুজে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকিটা শোনা হয়নি। তাই অভিমন্যু চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি যুদ্ধে ব্যূহের ভিতরে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি ওই জ্ঞানটুকুর অভাবে। এই কাহিনি মাতৃগর্ভ থেকে সন্তানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের কথা বলে। শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তার ভবিষ্যতের জন্য কতটা গভীরে প্রোথিত তা বুঝাতেই মহাভারতের ঔ উপাখ্যান। প্রশ্ন হলো, সেটি কী শুধুই একটি মহাকাব্যের অংশ, নাকি এ শাশ্বত সত্য? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে প্রতিটি মানবমনে। কারন সেখান থেকে সম্পর্কের ধারণাগুলো তৈরি হয়। নিজচোখে শিশু যখন সূর্যালোক উপলব্ধি করতে পারে না তখনও তার জ্ঞানচক্ষু ফোটার পর্যায় শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞান বলছে এটাই হচ্ছে মানুষের মনবিকাশের প্রথম পর্যায়। তার ইন্দ্রিয়গুলো তেমন সচল না হলেও তখন স্ফূরণের পর্যায়ে থাকে। আর তখন থেকেই শিশু একটু একটু করে তার মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে, মস্তিষ্কের কোষগুলো ইন্দ্রিয় সংযোগের মাধ্যমে তার জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় নয়নকে সক্রিয় করে তোলে। দুই চোখ তখনও দেখতে পায় না, অথচ তার আগেই তৃতীয় নয়ন সক্রিয় হয় মাতৃত্বের উত্তরাধিকারে।

—শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

সাফল্য হলো নদী, নৈতিকতা বাঁধ

শিবজ্যোতি দত্ত

সাফল্যের জন্য কি নৈতিকতা ছাড়তে হয়?

প্রশ্নটা শুনলে প্রথমে মনে হয় উত্তরটা সোজা না, নৈতিকতা ছাড়তে হয় না। কিন্তু একটু থামুন। এই উত্তরটা দেওয়া যতটা সহজ, জীবনে তা মেনে চলা ততটাই কঠিন। আর ঠিক এই ফাঁকটাতেই আদর্শ আর বাস্তবের মাঝখানের এই ধূসর অঞ্চলে প্রশ্নটা আসলে বাসা বাঁধে।

ধরুন একজন তরুণ সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। সে দেখছে তার চারপাশে যারা দ্রুত উপরে উঠছে তারা সততার মাপকাঠিতে ঠিক উত্তীর্ণ নয় কেউ তোষামোদে পটু, কেউ কৃতিত্ব চুরিতে দক্ষ, কেউ নিয়মের ফাঁক গলে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। কেউ চাকরির শুরু থেকেই পছন্দমতো পোস্টিং পাচ্ছে আর যারা সৎ, যারা নিয়ম মেনে চলছে, তারা রয়ে গেছে বছরের পর বছর বঞ্চিত। এই দৃশ্য দেখে সেই তরুণের মনে যদি প্রশ্ন জাগে যে নৈতিকতা রেখে সাফল্য পাওয়া সম্ভব কি না তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? অভিজ্ঞতা তাকে এই প্রশ্ন করতে শেখাচ্ছে, কোনো দার্শনিক কৌতূহল নয়।

আমরা সাফল্য বলতে সাধারণত যা বুঝি টাকা, পদ, প্রতিপত্তি, সামাজিক স্বীকৃতি সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে নৈতিকতা অনেক সময়ই বোঝা মনে হয়। কারণ সৎ পথ দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা, এবং অনিশ্চিত। অসৎ পথ অনেক সময় সোজা এবং ফলদায়ী অন্তত স্বল্পমেয়াদে। যে ব্যবসায়ী গুণগত মান নিয়ে আপস করে না সে হয়তো ধীরে বাড়ে, আর যে ভেজাল মেশায় সে হয়তো তাড়াতাড়ি ফুলেফেঁপে ওঠে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করলে আলোচনাটাই অর্থহীন হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল সেই ফুলেফেঁপে ওঠাটাকে কি আমরা সাফল্য বলব? একজন মানুষ যে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না নিজের কাজের ভারে, যে প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে হিসেবের খাতা খোলে, যে আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে চিনতে পারে না সে কি সত্যিই সফল? মহাভারতে একটা অসামান্য দৃশ্য আছে। যুধিষ্ঠির দ্যূতসভায় সব হারিয়ে বসে আছেন রাজ্য, সম্পদ, ভাই, এমনকি দ্রৌপদী পর্যন্ত। পৃথিবীর চোখে তিনি সেই মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যর্থ মানুষ। অন্যদিকে দুর্য্যোধন জিতেছেন সব সিংহাসন, সম্পদ, ক্ষমতা। কিন্তু মহাভারত শেষ পর্যন্ত কাকে সফল বলে? সময়ের বিচারে সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে যায় এবং সেই বদলে যাওয়া সংজ্ঞায় নৈতিকতার ওজন বাড়ে বই কমে না।

এটা সত্য যে পৃথিবীর সব সফল মানুষ সাধু নন। ইতিহাসে এমন অসংখ্য

উদাহরণ আছে যেখানে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে শোষণের ওপর, সম্পদ জমেছে অন্যায়ের ভিতের ওপর, খ্যাতি এসেছে প্রতারণার সিঁড়ি বেয়ে। এই সত্যটা অস্বীকার করে চোখ-বোজা আশাবাদ ছড়ানো ভালো লাগলেও ফলদায়ী নয়। বরং স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবী সবসময় ন্যায্য নয়, এবং অনেক সময় অসৎ মানুষ জেতে অন্তত দৃশ্যত। যারা পারেনা নৈতিকতা তাদের মজবুত খুঁটি হতে পারে।

কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে নৈতিকতা ছাড়লে সাফল্য আসতে পারে, এবং নৈতিকতা ছাড়তেই হবে সাফল্যের জন্য এই দুটো কথা এক নয়। প্রথমটা একটা সম্ভাবনা, দ্বিতীয়টা একটা অনিবার্য্য তা। আর এই অনিবার্য্য তার ধারণাটাই ভুল। কারণ ইতিহাস একই সঙ্গে এমন অজস্র মানুষের কথাও বলে যারা নৈতিকতা ধরে রেখেও অসাধারণ কিছু গড়েছেন বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী থেকে কালাম। তাদের সাফল্য হয়তো ধীরে এসেছিল, হয়তো তাদের পথে প্রচুর বাধা ছিল, কিন্তু সেই সাফল্যের শেকড় এতটাই গভীর ছিল যে সময়ের ঝড়ে তা নড়েনি।

যে মানুষটি পরিবারের দুবেলা খাবার জোগাড় করতে পারছে না, তাকে নৈতিকতার পাঠ দেওয়া নিষ্ঠুরতা। ব্যবস্থা যখন মানুষকে এমন জায়গায় ঠেলে দেয় যেখানে বেঁচে থাকার জন্যই নিয়ম ভাঙতে হয়, তখন দোষটা ব্যক্তির নয় ব্যবস্থার। কিন্তু সেই ব্যবস্থা বদলানোর দায়িত্ব যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের, এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই নৈতিকতা সবচেয়ে বেশি দরকার।

আমাদের সমাজে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে ভালো মানুষ মানেই সরল, সহজেই ঠকে, জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে। এই ধারণাটা বিপজ্জনক। নৈতিকতা বরং শক্তি দাবি করে প্রলোভনকে না বলার শক্তি, ভিড়ের বিপরীতে দাঁড়ানোর শক্তি, দীর্ঘ পথে ধৈর্য্য ধরার শক্তি। এটা সহজ পথ নয় এটা কঠিন পথ। আর কঠিন পথ বেছে নেওয়াটাই তো আসলে সাহসের পরিচায়ক, দুর্বলতার নয়। সাফল্যের জন্য নৈতিকতা ছাড়তে হয় কি না এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের সাফল্য চান তার ওপর। যদি চান দ্রুত, চকচকে, বাইরে থেকে দেখতে-ভালো সাফল্য তাহলে হ্যাঁ, নৈতিকতা অনেক সময় পথের কাঁটা মনে হবে। কিন্তু যদি চান এমন সাফল্য যা আপনাকে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়, যা আপনার সন্তানকে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, যা আপনার অবর্তমানেও মানুষের মুখে আপনার নামটা শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হতে দেয় তাহলে নৈতিকতা বোঝা নয়, ওটাই ভিত। এবং ভিত ছাড়া যা দাঁড়ায়, তা টেঁকে না।

চাণক্য বলেছিলেন ধর্মের মূল হল অর্থ। অর্থাৎ সম্পদ ছাড়া ধর্ম পালন করা কঠিন। কিন্তু তিনি এটাও বলেছিলেন অধর্মের মূলেও অর্থ। অর্থাৎ সম্পদই মানুষকে অধর্মের দিকে টানে। এই দুই সত্যের মাঝখানে ভারসাম্য রেখে চলাটাই জীবনের আসল পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে-ই সত্যিকারের সফল।

সাফল্য হল নদী সে যেদিকে সহজ পথ পায় সেদিকে বয়ে যায়। নৈতিকতা হল বাঁধ সে সেই নদীকে সঠিক দিকে চালিত করে। বাঁধ ভাঙলে নদী হয়তো দ্রুত ছুটবে, কিন্তু সে আর কাউকে সেচের জল দেবে না শুধু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বাচ্চাটি কাঁদছে...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এরজন্যই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যসব প্রাণীর ইন্দ্রিয় সক্রিয়তা থাকলেও তৃতীয় চক্ষু নেই কারোর। এটাই মস্তিষ্কের

সাথে মানুষের সমস্ত বুদ্ধির সংযোগ। মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, পর্যালোচনা করতে পারে, জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে, আবার মুহূর্তেই পেছনপানে তাকাতে পারে—এই ফিরে দেখা তার চূড়ান্ত ইন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রকাশ। কারন, এই গুণই মানুষকে কল্পনা প্রবন করে তোলে। বর্তমানের সাথে মিলিয়ে সে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবতে সক্ষম হয়। যার সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ নিবিড়ভাবে জড়িত। বাচ্চাটি কাঁদছে, তাই মা সেই কান্নার মাধ্যমে সন্তানের সাথে সংযোগ উপলব্ধি করেন। মাতৃদুগ্ধের চাহিদা পূরণের এই পর্বটি কান্নার মাধ্যমেই একের সাথে অপরের সংযোগ ঘটায়। সন্তান আর মায়ের এমন নিবীড় সংযোগ পৃথিবীর আর কোনও প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই সংযোগ যত বেশি সমৃদ্ধ হয় ততই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। মস্তিষ্কের বিকাশ যদি না ঘটে তাহলে কোনও অবস্থাতেই সংবেদনের জায়গাগুলো মজবুত হতে পারে না। সংবেদন দুর্বল হলে মানুষ আবেগ আর স্পর্শকাতরতায় নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। এই গুণ এমনই একটি ধারণ যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। এই গুণই মানুষকে আবেগময় করে তোলে, তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি এবং তার প্রত্যুত্তরে নিজের অবস্থানকেও সে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি অন্য আরেকজনের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিজ্ঞান বলে—এই পৃথিবীতে একই চেহারার চারটি মানুষ খুঁজে পাওয়া গেলেও ঠিক একই চরিত্রের দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়াও কঠিন। এই পার্থক্য মানুষকে তার গুণের মাধ্যমেই চিহ্নিত করে। এই গুণ অর্জিত হয় মাতৃগর্ভের শিক্ষা থেকে পরবর্তী সময়ে সংসারের চাতালে। আজ এই আলোচনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে প্রভূত উন্নতি করতে পারলেও মানুষের মানবিক বিকাশের দিকটির ক্ষেত্রে এখন বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে গবেষকদের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে যেখানে গবেষকরা বলছেন, শিশুর বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের সাথে সন্তানের মানসিক সংযোগের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে বলেই এখন মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিকাশের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়েছে আধুনিক সমাজ। অনেক মা তার সন্তানের চাহিদা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে, নিজের ঝামেলা বা ঝক্কি এড়াতে এমন কিছু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে শিশুকে নিয়ন্ত্রন করতে চাইছে যা আখেরে সেই শিশুটির ভবিষ্যতকে বিপন্ন করছে। এক্ষেত্রে মোবাইল বা নীল আলোর ইলেকট্রনিক ডিভাইস এই বয়সের বড় শত্রু। বাচ্চা কাঁদলেই তার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে কার্যত এমন এক বিপদ ডেকে আনছেন মা কিংবা পরিবারের বড়রা যেখান থেকে ভবিষ্যতের শিশুটি বেরিয়ে আসতে পারে না। এরই নাম 'অটিজম।' মস্তিষ্কের বিকাশের ঘাটতি। সংবেদনশীলতার অভাব। আত্মস্বার্থসর্বস্বতায় অমানুষ হওয়ার পরিণতি। তাই বিশ্ব অটিজম দিবসে এনিয়ে চর্চা অপরিহার্য বটে। অচল বা নিষ্ক্রিয় মস্তিকের শিশু কার্যত জড় সদৃশ। ওর খিদে আছে, বড় হওয়া আছে, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে খাটো মানব শিশুকে সুস্থ করে তোলার গবেষণায় ঔ গোড়ার দিকটাতেই জোড় দিতে চায়। এর নাম মনোবিকাশ। এক, দুই, তিন— এই বয়স সীমায় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতেই হবে। আর তার প্রস্তুতি নিতে হবে শিশুটি জন্মানোর আগে থেকেই। আজকাল অনেক শিশুই দেরিতে কথা বলে, অর্থাৎ বুলি ফোটে অনেক দেরিতে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সময় নেয়, প্রতিক্রিয়ায় দুর্বল থাকে। তার স্নায়বিক বিকাশ দেরিতে হয়। এগুলো কিন্তু অটিজমের লক্ষন। তাই আগেভাগেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান বেগ দিলেও সে কিন্তু আবেগের ওপর হামলে পড়ছে। এই কথাটি মাথায় রাখা প্রয়োজন। আগেভাগে ভাবনার কথা মানে হলো শিশুটি গর্ভে আসার আগের কথা। ভাবি মায়ের সুখ নিশ্চিত করতেই হবে। কারন মনের অসুখ প্রজন্মে সংক্রমিত হতে বাধ্য। মায়ের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, চাপ মুক্ত রাখা, স্বাভাবিক পরিবেশে তার প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানো নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সন্তান আসাকে এক্সিডেন্টাল নয়, প্রস্তুতি নিয়ে তাকে স্বাগত জানানোর সমস্ত আয়োজন চাই। কারন এটি কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতর কাজ। উত্তরাধিকার। এমন উত্তরাধিকার যে নিজে সুস্থ থাকবে, প্রজন্ম চক্রকে সুন্দর রাখবে। তাই বাচ্চাটি কাঁদছে, আদর দিন, মোবাইল নয়!

এডিসি নির্বাচন ঘিরে ভাজপার জোর প্রচার, মনাইপাথরে রাজীবের সভা

আগরতলা: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে ঝড় তুলেছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। মঙ্গলবার ২২ কাঠালিয়া— মির্জা— রাজাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচারে অংশ নেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য ।

এইদিন মনাইপাথর এডিসি ভিলেজে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। মনাইপাথর পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত এই জনসভায়

উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণাঞ্চের সভাপতি উত্তম দাস, ধনপুর মন্ডল সভাপতি বিপুল মজুমদার, রাজ্য জনজাতি মহিলা মোর্চার সদস্যা তনুশ্রী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এডিসিতে বিজেপির ক্ষমতায় আসা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসক দল ত্রিপরামাথা জনজাতিদের উন্নয়নের নামে শুধুমাত্র লুটপাট চালিয়েছে, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। অপরদিকে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সর্বদা উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই কারণেই এবারের এডিসি নির্বাচনে জনজাতির মানুষ বিজেপির পক্ষেই রায় দেবেন বলে তিনি আশাবাদী।

এডিসি ভোট ঃ এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কমিশনে আরেক মন্ত্রীর নালিশ

আগরতলা: টিটিএএডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করল তিপ্রা মথা পার্টি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রচারের সময় বিকাশ দেববর্মা এমন মন্তব্য করেছেনতিপ্রা মথা পার্টির পক্ষে পড়া ভোট শেষ পর্যন্ত বিজেপির কাছে স্থানান্তরিত হবে। এই ধরনের মন্তব্য ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও, অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে এমন রিপোর্ট সামনে এসেছে যেখানে নির্বাচনী প্রচারের কাজে সরকারি যানবাহন ও অন্যান্য সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। তিপ্রা মথার দাবি, এটি মডেল কোড অব কন্ডাক্টের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এই প্রেক্ষিতে দলটি নির্বাচন কমিশনের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেবিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করা, সময়সীমার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালানো, বিকাশ দেববর্মার কাছ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করানো এবং নির্বাচনী প্রচারে তাঁর অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। পাশাপাশি সরকারি যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের অভিযোগেরও কঠোর তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তিপ্রা মথার সাধারণ সম্পাদক বৃশকেতু দেববর্মা স্বাক্ষরিত এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, দ্রুত ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ না নিলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

যাত্রাপুর থানায় আটক ২ ভিন্‌দেশী

বিশ্রামগঞ্জ: গোপন খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ, থানার সামনে নাকা চেকিং এ দাঁড়িয়ে থাকার কিছুক্ষণ পরেই যথেষ্ট সফলতা আসে।উল্লেখ্য — TR০৭E০৩৭৬ এই নাম্বারের একটি ভিআইপি গাড়ি করে কে কে নগর থেকে সোনামুড়া টু বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক ধরে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। রবিবার সন্ধ্যার ঠিক প্রাক মুহূর্তে, এই সময়ে নাগা পয়েন্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এসআই তপন দেবনাথ, সাব ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য পুলিশ কনস্টেবল গাড়িটিকে তল্লাশি চালিয়ে দুইজন বাংলাদেশী এবং একজন ভারতীয় যুবককে আটক করে। এদেরকে থানায় ঢুকিয়ে চেকিং করে তিনটি মোবাইল, নগদে ১৮১০ টাকা বাংলাদেশি, এবং একটি বাংলাদেশী আধার কার্ড উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনকেই রাত্রেই থানার ল কাপে ঢুকিয়ে রাখা হয়। একজনের নাম, মোহাম্মদ ইয়াসিন, দ্বিতীয় জনের নাম, মোহাম্মদ হিজবুল। এদের উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশ বরিশাল। ভারতীয় দালাল চক্র মোঃ মহিউদ্দিন, এর বাড়ি যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালী কৃষ্ণনগর। ভারতীয় দালাল চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা নাকি রাজমিস্ত্রি কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে, এদের উদ্দেশ্য ছিল সোনামুড়া শহরে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করবে। এই ঘটনা, সোমবার সকালে জানাজানি হতেই একান্ত সাক্ষাতে যাত্রাপুর থানার ওসির অনুপস্থিতিতে এসআই তপন দেবনাথ বলেন, এদেরকে আইনগতভাবে সোনামুড়া কোর্টে আজকেই সোপর্দ করা হবে।

বিশালগড়ে ব্যতিব্যস্ত পুলিশ এবার যান তল্লাশিতে নেমেছে

আগরতলা: অপরাধ দমনে আরও কঠোর অবস্থান নিল বিশালগড় থানার পুলিশ। এলাকাজুড়ে বেআইনি কার্য্য কলাপ সন্দেহজনক যানবাহন চলাচল এবং কালো গ্লাস লাগানো গাড়ির বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রশাসন।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন থানার ওসি বিজয় দাস পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে কালো গ্লাস লাগানো গাড়ি ও সন্দেহজনক যানবাহনের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় নাকা চেকিং, যানবাহন

তল্লাশি এবং চালকদের কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে ওসি বিজয় দাস জানান আইন ভঙ্গ করে কালো গ্লাস লাগিয়ে চলাচল করলে বা সন্দেহজনক কার্য্য কলাপে যুক্ত থাকলে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। কালো গ্লাস দেখলেই এখন বিশালগড় থানার পুলিশের কড়া পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে। অপরাধ দমনে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের মতে, নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারি বাড়লে অপরাধ অনেকটাই কমবে এবং মানুষ আরও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে।অপরাধ দমনে বিশালগড় থানার এই কড়া অভিযান এলাকাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

দোকানের টিন খুলে জুয়েলারিতে চুরি

রাজকুমার দাস, চুরাইবাড়ি ১ এপ্রিল :- চুরি কান্ডে সর্বশান্ত জুয়েলারি মালিক। মঙ্গলবার গভীর রাতে চুরাইবাড়ি থানাধীন চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে রেলওয়ে ট্রাই জংশন সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত সুমত দে-র "সম্রাট জুয়েলার্স" দোকানে।

দোকানের ম্যানেজার উত্তম কুমার ধর জানান, বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ তিনি দোকান খুলতে এসে দেখেন ভেতরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। পরে খতিয়ে দেখা যায়, চোরের দল দোকান ঘরের উপরের টিনের ছাউনি কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। তারা সোনা, রুপা ও বিভিন্ন মূল্যবান স্টোন মিলিয়ে বহু টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। পরে বিষয়টি জানানো হয় চুরাইবাড়ি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে এবং অন্যান্য ঘটনার মতো এই ঘটনাটিও ডায়েরিভুক্ত করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুমত দে-র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এর আগেও একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় একই পদ্ধতিতে টিন কেটে বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটলেও আজ পর্যন্ত কোনও ঘটনারই সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে এবং পুলিশের রাতের টহলদারি নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এদিকে এই ঘটনায় সম্রাট জুয়েলার্সের মালিক সুমত দে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। কারণ, চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও রুপার একটি বড় অংশই সাধারণ মানুষের আমানত হিসেবে দোকানে রাখা ছিল। সেগুলি কীভাবে ফেরত দেওয়া হবে, তা নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগে রয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় কিনা।

বয়স হয়নি তবুও বিয়ে নাবালিকা বধূ উদ্ধার

শান্তিরবাজার: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া এলাকায় নাবালিকা বিবাহের অভিযোগে এক কিশোরী গৃহবধূকে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, বাইখোড়া পশ্চিম চড়কবাই এলাকার বাসিন্দা রতন নন্দীর ছেলে নিলেশ নন্দী এক নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে সংসার করছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গোপন সূত্রে জানতে পেরে দক্ষিণ জেলা চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা দ্রুত পদক্ষেপ নেন। পরবর্তীতে চাইল্ড লাইনের টিমের সঙ্গে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের প্রতিনিধিরা, ডি সি এম কাকলী সাহার নেতৃত্বে, অভিযানে অংশ নেন। তাঁরা নিলেশ নন্দীর বাড়িতে গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিরাপত্তার জন্য হোমে পাঠান। তবে এই বিষয়ে ডি সি এম কাকলী সাহা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর এই নীরবতা ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন। উল্লেখ্য, নাবালিকা বিবাহ রোধে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, অভিযোগ উঠছে যে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন, শুধুমাত্র নাবালিকাকে উদ্ধার করাই কি প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ, নাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ঘটনার পর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

ধর্মনগরে বয়স্ক নাগরিকদের ভোট

ধর্মনগর: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে আজ, ৩১ মার্চ থেকে শুরু হলো বিশেষভাবে সক্ষম ও ৮৫ উর্ধ প্রবীণ ভোটারদের জন্য বিশেষ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে এই উদ্যোগের আওতায় নির্বাচনী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহ করছেন। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত। গণতন্ত্রের উৎসবে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই কমিশনের এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৮৫ বছরের উর্ধ ভোটারের সংখ্যা ১১৬ জন এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন ৬৯ জনমোট ১৮৫ জন ভোটার এই সুবিধার আওতায় রয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন দপ্তরের কর্মীরা ব্যালট বক্স নিয়ে ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছাতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে বাড়ির ভেতরেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, নির্ধারিত তিন দিনের মধ্যেই এই ১৮৫ জন ভোটারের ভোট সংগ্রহ সম্পূর্ণ করা। শারীরিক অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যারা ভোটকেন্দ্রে যেতে অক্ষম, তাদের জন্য 'ভোট ফ্রম হোম' সুবিধা চালু হওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন।

টাকার বিনিময়ে এপার ওপার
বাড়ছে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার ঝুঁকি

আগরতলা: বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনা থামছেই না। এবার ত্রিপুরার খোয়াই মহাদেবটিলা এলাকায় চারজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আশারামবাড়ি সীমান্ত দিয়ে চোরা পথে ভারতে প্রবেশ করা ওই চারজনকে আটক করা হয়। অভিযোগ, ভারতীয় ও বাংলাদেশি দালালের মাধ্যমে মোট ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ওই চারজন বাংলাদেশি নাগরিক আশারামবাড়ি সীমান্তে পৌঁছায়। সেখান থেকে একটি অটোযোগে খোয়াইয়ের দিকে আসার সময় মহাদেবটিলা এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তাদের আটক করে খোয়াই থানায় নিয়ে যায়।

আটক ব্যক্তিদের নাম শ্যামল মিয়া (৫৫), বাড়ি কাকভোলা, মৌলভীবাজার; এছাড়া একই নামে আরেকজন শ্যামল মিয়া (৫৫), হেলাল মিয়া (৪০) এবং আব্দুল বাজিদ সোহাগ (২৪)।

পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কী উদ্দেশ্যে তারা বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জল নেই, বিদ্যুৎ নেই
ক্ষোভে রাস্তা অবরোধ

আগরতলা: টানা এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংকটে চরম ভোগান্তির শিকার ফকিরাদোলা পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। অভিযোগ, বারবার জানিয়েও সমস্যার কোনও সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। বাধ্য হয়ে সোনামুড়া-বক্সনগর সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। ফলে ওই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের একাধিকবার জানানো হলেও কোনও কার্য্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। নেতারা শুধু ভোটের সময়ই আসেন, এখন কেউ খোঁজ নিচ্ছেন নাএমনই ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাধিক বাসিন্দা। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হয়। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে কিছু সময় পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে মৌলিক পরিষেবার অভাবে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

তেলিয়ামুড়ায় দলবদল, বিজেপিতে যোগ ৩৩ ভোটারের

তেলিয়ামুড়া: আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ১১ মহারানী--- তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে ফের একদল ভোটার তিপ্রা মথা ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে ৩৬ মাইলের বাদরাই কামি এলাকায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় তিপ্রা চৌদ্দটি পরিবারের মোট ৩৩ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে শামিল হন। এদিন প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া নিজে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার উন্নয়ন ও মৌলিক অধিকারের দাবিকে সামনে রেখেই এই দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নবাগতরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে বিল্লু জমাতিয়াকে 'যোগ্য প্রার্থী' হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন তাঁরা। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিল্লু জমাতিয়া বলেন, "এলাকার কচিকাঁচা শিশুদের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাব।" উল্লেখ্য, টিটিএডিসি নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, তেলিয়ামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক দলবদলের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের সংগঠন মজবুত করতে জোর প্রচার চালাচ্ছে।

তিন পঞ্চায়েতের পুরস্কার লাভ

আগরতলা: গ্রামীণ উন্নয়ন ও সুশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল ত্রিপুরা। কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রদান করা দীন দয়াল উপাধ্যায় ও নানাজি দেশমুখ পঞ্চায়েত সৎত বিকাশ পুরস্কার ২০২৫-এ রাজ্যের তিনটি পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান অর্জন করেছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং নানাজি দেশমুখ পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার পেয়েছে সিপাহীজলা জেলা (সেরা জেলা পঞ্চায়েত-র‍্যাঙ্ক-১) কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, উনাকোটি (স্বাস্থ্যকর পঞ্চায়েত — র‍্যাঙ্ক-১) এবং বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিম ত্রিপুরা (নারী-বান্ধব পঞ্চায়েত — র‍্যাঙ্ক-৩)। এই সাফল্যের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েতগুলি যথাক্রমে ৫ কোটি টাকা, ১ কোটি টাকা এবং ৫০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান পাবে বলে জানানো হয়েছে।

স্কুল নিয়ে বিতর্ক
নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কর্তৃপক্ষ

আগরতলা: কাঞ্চনমালা এলাকার বিবেক আলোক শিশু তীর্থ ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারি স্কুলকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিতর্ক নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় একটি প্রশাসনিক ভুলের কারণে নম্বরের অসঙ্গতি দেখা দেয়। বিষয়টি অভিভাবকদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করে এবং তা দ্রুত সংশোধন করা হয় স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীল জানান এটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত প্রশাসনিক ত্রুটি ছিল এবং কোনওভাবেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রশ্ন ওঠে না।

তিনি বলেন, স্কুল সবসময় স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে পরিচালিত হয় এবং ভুল ধরা পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর ও কুৎসামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক।স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এলাকার এক ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন যার ফলে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করার এই ধরনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কাঞ্চনমালা গ্রাম ইউনিয়নের সভাপতি পিন্টু রায় বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অযথা উত্তেজনা ছড়ানো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি সকলকে গুজবে কান না দিয়ে আইন ও প্রশাসনের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান এবং স্কুলের স্বাভাবিক কার্য্য ক্রম বজায় রাখতে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও জানায় ভবিষ্যতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য বা অপপ্রচার চালালে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সত্য ঘটনা সামনে আসার পর বিভ্রান্তি দূর হবে এবং স্কুলের শিক্ষা কার্য্য ক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে বলেই আশা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

স্বত্ত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক : বিজয় পাল কর্তৃক অনলাইন প্রিন্টিং প্রেস, বনমালীপুর গণরাজ চৌমুহনী, থানা রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা হইতে মুদ্রিত ও রামনগর রোড নং ৮ (শেষ প্রান্ত), পো: রামনগর, আগরতলা-৭৯৯০০২ হইতে প্রকাশিত, ফোন নং ঃ ৯৪৩৬১২৩৮০৮

Woner, Publisher, Printer & Editor : Bijoy Paul, Printed at Online Printing Press, Banamalipur Ganaraj Chowmuhani, Thana Road, Agartala, West Tripura - 799001, Tripura & Published from Ramnagar Road No. 8 (Last Part), P.O. : Ramnagar, Agartala-799002, Ph. No. : 9436123808, e-mail : prantarpatrika@gmail.com